উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান , সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশ নং- ১৬
তারিখ-০৫/০৪/২২

অদ্য অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।

নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শ্রবন ও পর্যালোচনা করলাম। বাদী/ দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত গত ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, বিবাদী প্রতিপক্ষ কতৃর্ক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তফসিল বর্ণিত বিরোধীয় ভুমিতে অবস্থিত ১ নং বাদীর প্রতিষ্ঠান ফকিরা খালী জামে মসজিদের বিষয়ে ১ নং বিবাদীকে যেকোন ধরনের কার্যক্রম হতে বিরত থাকার নিমিত্তে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে অবশ্যই তিনটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া অত্যবশ্যক বলে আমি মনে করি। প্রথমত অত্র মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী পক্ষের Prima facie কেস আছে কি না , দ্বিতীয়ত তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য বাদীর অনুকুলে আছে কি না এবং তৃতীয়ত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীর অপূরনীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না ?

দরখাস্তকারীপক্ষের মূল বক্তব্য এই, নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকডীয় মালিক চুন্নু মিয়াজী ভোগদখলে থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ০৪ পুত্র শফিউল আহমদ, সুলতান আহমদ , সৈয়দ আহমদ ও খায়ের আহমদ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। সুলতান আহমদ বাদীর দাদা হন। বাদীর পূর্ববর্তীগণ কিছু সম্পত্তি হাফিজুর রহমান ও আবু সৈয়দ বরাবর হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে বি এস ২৯৪৭ নং খতিয়ানে তাদের নাম শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। তফসিলভুক্ত সম্পত্তিতে অবস্থিত মসজিদ বাদীর পরিবারের সদস্যগণ পূর্ববর্তীক্রমে নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে পরিচালনা করে আসিতেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাদী বর্তমানে পরিচালনা করিতেছেন। সম্প্রতি ১ নং বিবাদী নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত ০৩/০৪/১৯৭৮ ইং তারিখের ১৩৭৮ নং ভুয়া দানপত্র দলিলমূলে নামজারি খতিয়ান সৃজন পূর্বক মসজিদের পক্ষে সেক্রেটারি দাবি করিয়া কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করিতেছে। বাদী ও তার পরিবারের লোকজন উক্ত কবলা বিষয়ে কিছুই জানত না। ১ নং বিবাদী উক্তভাবে নামজারি খতিয়ান সৃজন করায় ১ নং বাদী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বে কালিমা লেপন হয়। ১ নং বিবাদী বে-আইনীভাবে যাতে মসজিদের কোনরকম কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে তজ্জন্য দরখাস্তকারী অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।

দরখাস্তকারী পক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক ১ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দাবি করেন যে, বোয়ালখালী থানাধীন চরনদ্বীপ সাকিনে মহম্মদ রাজা ফকির নাম খ্যাত ১৫০ বছর পুরনো একটি মসজিদ রয়েছে। কালের ধারাবাহিকতায় তা এলাকার মুসুল্লীগণ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসিতেছে। আর এস খতিয়ানে চুন্নু মিয়াজীর নাম

থাকলেও জরিপের পূর্ব হতে উহা এলাকার সার্বজনীন মসজিদ হিসাবে পরিচালিত হয়ে আসিতেছে। চুন্নু মিয়াজি মরণে ০৪ পুত্র ওয়ারীশ থাকে। তার মধ্যে শফিউল আলম কিছু সম্পত্তি হাবিজর রহমান ও আবু সৈয়দ বরাবর হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে তাহারা নিজেদের মধ্যে ২৩/০৪/৬২ তারিখে অংশনামা সম্পাদন করেন। উক্ত শফিউল আহমদ আবু সৈয়দ, হাবিজর রহমান , খায়ের আহমদ সুলতান আহমদ তৎ স্বত্ব ৮/৫/১৯৭০ তারিখে চরনদ্বীপ ফকিরাখালী জামে মসজিদের পক্ষে সেক্রেটারী উল্লেখে দানপত্র মুলে হস্তান্তর করেন। বি এস জরিপে খতিয়ানে মসজিদ উল্লেখ রয়েছে। বাদী মসজিদের কোন কার্যকারক বা মোতয়াল্লী নহে। আর এস ও বি এস জরিপে বাদীর পূর্ববর্তীর নাম থাকলেও তাহারা তৎস্বত্ব মসজিদ বরাবর দান করিয়াছে। বাদী উদ্দেশ্যপ্রনোদিত হয়ে মসজিদের টাকা আত্বসাৎ করিবার নিমিত্তে নিজেকে কার্যকারক দাবি করিয়া অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেছেন। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকুলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিরোধীয় প্রতিষ্ঠান চরনদ্বীপ ফকিরখালী জামে মসজিদ তফসিল বর্নিত নালিশী ভুমিতে অবস্থিত। উক্ত নালিশী ভুমির মূল মালিক ছিলেন জনৈক চুন্নু মিয়াজি। চুন্নু মিয়াজি মারা গেলে তার ০৪ পুত্র ওয়ারীশ হয়। বাদী উক্ত ০৪ পুত্রের মধ্যে সুলতান আহমদের জের ওয়ারীশ। বিবাদীপক্ষ ইহা স্বীকার করেছেন যে তর্কিত মসজিদের জায়গা বাদীর পূর্ববর্তীদের নামে আর এস ও বি এস জরিপ হয়েছে। দাখিলীয় আর এস -১০৬০ ও বি এস-২৯৪৭ নং খতিয়ান দ্বারা উহার সত্যতা পাওয়া যায়। বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে বংশ পরম্পরায় তারা নালিশী জায়গায় অবস্থিত মসজিদ পরিচালনা করে আসছেন। বর্তমানে বাদী পরিচালনা করছেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, আর এস রেকর্ডীর ওয়ারীশ শফিউল আহমদ, খায়ের আহমদ , সুলতান আহমদ এবং খরিদীয় মালিক আবু সৈয়দ ও হাবিজর রহমান নালিশী খতিয়ানে তাদের স্বত্ব ০৮/০৫/১৯৭০ ইংরেজী তারিখে দানপত্র দলিলমূলে মসজিদ এর নামে হস্তান্তর করে। কিন্তু বিবাদীপক্ষ উক্ত দানপত্র দলিল আদালতে উপস্থাপন করতে পারেননি। এদিকে বাদীপক্ষ উক্ত দানপত্র দলিল ভুয়া ও জাল দাবি করেছেন। বি এস খতিয়ান পর্যালোচনায় দেখা যায় ৪২৯৫ নং দাগে মসজিদ ছিল। যা বর্তমানেও আছে মর্মে উভয়পক্ষ দাবি করেছে। তাহলে প্রশ্ন হলো, এ মসজিদ কে পরিচালনা করে আসিতেছেন ?

বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে তর্কিত মসজিদ তাদের পূর্ববতীগণ থেকে তারাই মৌখিকখভাবে পরিচালনা করে আসছেন। কোন সুগঠিত কমিটি দ্বারা উক্ত মসজিদ পরিচালিতা হচ্ছে না মর্মে বাদীপক্ষ দাবি করেছেন। অপর দিকে বিবাদীপক্ষ কমিটি দ্বারা মসজিদ পরিচালিত হচ্ছে দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষ লিখিত আপত্তিতে ০৮/০৫/১৯৭০ ইং তারিখের যে দানপত্রের অবতারনা করেছেন সেখানে মসজিদের পক্ষে হস্তান্তর গ্রহীতা হিসাবে সেক্রেটারী ছিল মর্মে দাবি করেছেন। সহজেই অনুমেয় উক্ত মসজিদ সেই সময়ে কোন একটি কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু এরুপ কোন কমিটি বিষয়ে বিবাদীপক্ষ কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। বিবাদীপক্ষ

উক্ত মসজিদের নামীয় এক ফর্দ প্যাডে ১১ সদস্যের একটি অস্থায়ী কার্যকরী কমিটি দ্বারা মসজিদ পরিচালিত হচ্ছে দাবি করিলেও কমিটি দ্বারা বিভিন্ন সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্বলিত কোন রেজুলেশন বই আদালত কে দেখাতে পারেননি। বিদ্যুৎ বিলের একটি ফটোকপি ছাড়া আর কোন বিদ্যুৎ বিল দেখাতে পারেননি। যদি কোন কমিটি মাধ্যমে নিয়মিত মসজিদ পরিচালিত হতো তাহলে অবশ্যই আরো বিদ্যুৎ বিল বিবাদীপক্ষ দেখাতে পারতেন। মূলত দাখিলী বিল ও অন্যান্য কাগজাদি মামলা প্রমানার্থে বিবাদীপক্ষের সংগৃহীত প্রাথমিক দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া বিবাদীর দাবিকৃত কমিটির পূর্বে উক্ত মসজিদ যে কোন নির্বাচিত কমিটি বা প্রতিনিধি মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছিল তার সমর্থনেও কোন দালিলিক প্রমান ১ নং বিবাদীপক্ষ উপস্থাপন করতে পারেননি। ১ নং বিবাদীপক্ষ নিজেকে উক্ত মসজিদের সেক্রেটারী দাবি করিয়া ৪৬৫৩ নামজারি খতিয়ান দাখিল করেছেন। কিন্তু যে দানপত্র দলিল মূলে উক্ত নামজারি খতিয়ান করেছেন সেই দলিল বা উহার কোন জাবেদা নকল তিনি আদালত কে দেখাতে পারেননি। যাহার প্রেক্ষিতে ১ নং বিবাদীর দাবিসমূহ অবিশ্বাস করার যথেষ্ঠ অবকাশ রহিয়াছে। অপরদিকে বাদীপক্ষ উক্ত নামজারি খতিয়ান ১ নং বিবাদী ভুয়া দানপত্র দলিল সৃজনে বে-আইনীভাবে হাসিলের দাবি করেছেন।

সার্বিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কোন পক্ষই বিরোধীয় মসজিদটি কোন একটি নির্বাচিত কমিটি মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তৎসমর্তনে বিশ্বাসযোগ্য দালিলিক প্রমান উপস্থাপন করতে পানেরনি। যেহেতু স্বীকৃত মতে বিরোধীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ বাদীপক্ষের মৌরশীয় সম্পত্তিতে অবস্থিত এবং আর এস ও বি এস রেকর্ড তাহার পূর্ববর্তীগনের নামে হয়েছে। সেহেতু উক্ত মসজিদ বংশানুক্রমে বাদী ও তার পূর্ববর্তীরা পরিচালনা করে আসিতেছেন মর্মে ইতিবাচক ধারনা নেওয়া যায়। ১ নং বিবাদী তর্কিত মসজিদের সেক্রেটারী দাবি করলেও কিভাবে তিনি সেক্রটারী উহার সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমান আদালতে উপস্থান করতে পারেননি এবং কথিত দানপত্র যাহার মূলে বাদীর পূর্ববর্তীরা নালিশী জায়গা মসজিদ কে দান করেছে মর্মে দাবি করা হয়েছে , তা আদালতে উপস্থাপন করতে পারেননি সেকারনে বিবাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় নামজারি খতিয়ান এ পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য দালিলিক প্রমান হিসাবে গ্রহনযোগ্য নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের আপাত Prima facie কেস রয়েছে মর্মে আমি বিবেচনা করি। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদীপক্ষের অনূকুলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুর হলে বিবাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা মঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারী পক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ১৪/০৩/২০২১ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে মঞ্জুর করা হলো।

এতদ্বারা অত্র মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ১ নং বিবাদীকে নালিশী জমিতে অবস্থিত চরণদ্বীপ ফকিরখালী জামে মসজিদ বিষয়ে যেকোন ধরনের কার্যক্রম করা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম